দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 04 NOV 2017
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

ইকবাল খন্দকার

প্রশ্নপত্র ফাঁসবিষয়ক উদ্বেগ কিংবা নিরুদ্বেগ

একটা সময় ছিল, যখন প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবর শুনলে আমরা কারো গলায় ফাঁস দেওয়ার খবরের মতোই উদ্বিগ্ন হতাম। এখন কী হবে– এ নিয়ে ভাবতে ভাবতে দিশেহারা হয়ে পড়তাম। কিন্তু এখন আর সেই অবস্থা নেই, আমরাও আর সেই অবস্থানে নেই। এখন প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাকে গলায় ফাঁস দেওয়ার ঘটনার মতো মনে হবে দূরের কথা, কারো গায়ে চিমটি কাটার ঘটনার মতোও মনে হয় না। এর কারণ একটাই– প্রায় প্রতি পরীক্ষায়ই প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটা। কথায় বলে না– রোজ পোলাও-কোর্মা খেলে নাকি পোলাও-কোর্মাকেও ডাল-ভাত মনে হয়। আমাদের সামনে এখন অহরহ প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটছে, তার মানে কি আমরা অহরহ পোলাও-কোর্মা খাচ্ছি? হ্যাঁ, খাচ্ছি তো। আপনি আমি না খাই, কেউ না কেউ তো খাচ্ছে। পোলাও-কোর্মা খেতে কয় টাকা লাগে? জানা গেছে, একটা প্রশ্ন নাকি ২০ হাজার টাকায়ও বিক্রি হয়। ২০ হাজার টাকায় কয়বেলা পোলাও-কোর্মা খাওয়া যাবে একটু হিসাব করেন। তো তারা বেশি বেশি পোলাও-কোর্মা খেতে খেতে পোলাও-কোর্মাকে এখন ডাল-ভাত মনে করছে। তার মানে চাইলেই প্রশ্নপত্র ফাঁস করা যায়। এটা কঠিন কোনো কাজও না, কঠিন বিচার হওয়ার মতো কোনো অপকর্মও না। আর কঠিন বিচার হওয়া তো অনেক পরের কথা। সহজ বিচার কি দু-একটা হয়েছে? এই যে প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবর শুনেই যাচ্ছেন, শুনেই যাচ্ছেন, বিচারের খবর কি শুনেছেন? শোনার মধ্যে এইটুকুই হয়তো শুনেছেন– অমুক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে অতজন আটক। আটক করা হয়েছে, ভালো কথা। কিন্তু আটক করার পর যে শাস্তি দেওয়ারও একটা বিধান আছে বা থাকতে পারে, কর্তৃপক্ষ কি এ ব্যাপারে অবগত নয়? অবগত থাকলে শাস্তির খবর আমাদের কানে কেন আসে না? বিষয়টা কি এমন, জড়িতদের শাস্তি হয় ঠিকই, কিন্তু সেই খবরটা সাংবাদিকরা ইচ্ছে করে প্রচার করেন না? না, এমন হওয়ার কোনো কারণ নেই। প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় জড়িতদের বিচার হলে সাংবাদিকরা সেই খবর আরও ঘটা করে প্রচার করবেন। কেন প্রচার করবেন জানেন? কারণ সাংবাদিকদেরও ভাই আছে, বোন আছে, ছেলে-মেয়ে আছে। তারাও কোনো না কোনোভাবে পরীক্ষার্থী, কোনো না কোনোভাবে প্রশ্নপত্র ফাঁস নামক ফাঁসের শিকার। সুতরাং প্রশ্নপত্র ফাঁসকারীর শাস্তির খবর ফলাও করে প্রচার করতে পারলে সাংবাদিকরা স্বাভাবিকভাবেই আত্মতৃপ্তি পেতেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কারো জন্যই আত্মতৃপ্তির ব্যবস্থা করতে নারাজ। তারা যেন এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে মাঠে নেমেছেন– প্রশ্নপত্র ফাঁসকারীরা মনোবল বা অপকর্ম করার স্পৃহা হারিয়ে ফেলে, এমন কোনো বিচার-একেবারেই করা যাবে না। যারা কোমরভাঙা যুক্তি উপস্থাপনের ওস্তাদ, তারা বিভিন্ন সময় সুর তুলেছিলেন প্রযুক্তির কারণে নাকি বারবার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটছে। বিশেষ করে ফেসবুক। সুতরাং পরীক্ষার আগের সময়গুলোয় ফেসবুক বন্ধ রাখলে আর প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটবে না। যারা এই ধরনের সুর তোলেন কিংবা এই ধরনের সুরকে সমর্থন করার সরিষা পরিমাণ মানসিকতাও রাখেন, তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত। শুধু ফেসবুক কেন, অনলাইন-অফলাইনে যতগুলো মাধ্যম আছে, অপরাধীরা চাইবে সবগুলো কাজে লাগাতে। এর সমাধান কি এই মাধ্যমগুলো বন্ধ করে দেওয়া? নাকি অপরাধীরা যতটা ধূর্ত, এর চেয়েও বেশি ধূর্ত হয়ে তাদের খুঁজে বের করে শাস্তি নিশ্চিত করা? মাথাব্যথা সারানোর চেষ্টার নাম নেই, মাথা কেটে ফেলার অপচেষ্টা। যারা এমন অপচেষ্টার সঙ্গে জড়িত, সরকারের উচিত হবে গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো থেকে তাদের সরিয়ে সুস্থ চিন্তা করেন, কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষমতা রাখেন– এমন ব্যক্তিদের বসানো। অবশ্য সরকার যদি চায়। সরকার না চাইলে যা লাউ, তাই কদু থেকে যাবে। মানে একজনকে সরিয়ে

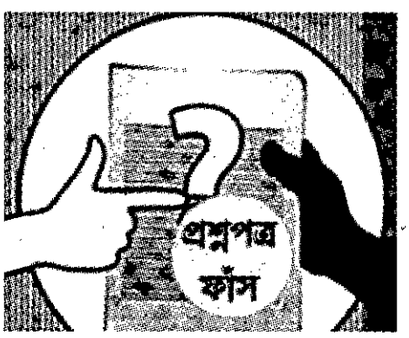

আরেকজনকে বসালেও ফলাফল থাকবে সেই একই। সরকারের চাওয়া না চাওয়ার বিষয়টি আসছে এই জন্য, যেহেতু প্রথম থেকেই অভিযোগ উঠছিল প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে সরকারদলীয় লোকজন জড়িত। বিশেষ করে ছাত্রলীগ। কিন্তু ছাত্রলীগ নেতারা এই অভিযোগ বরাবরই অস্বীকার করে আসছেন। আর নিতান্তই অস্বীকার করার উপায় না থাকলে কাউকে কাউকে বহিষ্কার করছেন দল বা পদ থেকে। এ তো গেল সরকারের একটি অঙ্গসংগঠন তথা ছাত্রলীগের ভূমিকা বা পদক্ষেপের কথা। এ ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা বা পদক্ষেপ কী? এটা স্বীকার করতেই হবে, সরকার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করেছে। বিশেষ করে জঙ্গি সমস্যাকে যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে, বিশ্বের অনেক শক্তিশালী দেশও এভাবে পারেনি। সেসব দেশে এখনো নিয়মিত জঙ্গিহামলা হয়ে চলেছে। অথচ বাংলাদেশের জঙ্গিরা গুলশান হামলার পর বড় কোনো হামলা চালানোর সুযোগ পায়নি শুধু সরকারের কঠোর অবস্থানের কারণে। প্রশ্নটা ঠিক এখানেই। জঙ্গি সমস্যার মতো জটিলতর সমস্যাকে সমাধানের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যেতে পেরেছে যে সরকার, সে সরকার কেন পারছে না প্রশ্নপত্র ফাঁসের সমস্যা সমাধান করতে? একটা জাতি যে কোনো বিরূপ পরিস্থিতে মেরুদণ্ড শক্ত করে দাঁড়াবে যে শিক্ষার জোরে, সেই শিক্ষাব্যবস্থাকে যে পঙ্গু করে দিচ্ছে এই প্রশ্নপত্র ফাঁস-সমস্যা, সরকার কি এটা অনুধাবন করতে পারছে না? অনুধাবন করতে পারলে লাগাতার এ ঘটনা কীভাবে ঘটে? গত ১৩ অক্টোবর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের 'ক' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার প্রায় ২ ঘণ্টা আগে প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ পাওয়া যায়। পরীক্ষার পর মূল প্রশ্নপত্রের সঙ্গে ফাঁস হওয়ার প্রশ্নপত্র মিলিয়ে দেখা যায় অভিযোগ সত্য। ২০ অক্টোবর ঘটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ঘ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা। এর আগে মার্চে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে অনার্স প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষায় ফলিতবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুষদভুক্ত 'এফ' ইউনিটের প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রমাণ মেলে। এ ঘটনায় গণিত বিভাগের সভাপতিসহ তিনজনকে সাময়িক বরখাস্ত করেছিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তার মানে দাঁড়াল এই যে, সভাপতি লেভেলের ব্যক্তিরাও প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন। যদি তারা জানতেন এ ঘটনার সঙ্গে জড়ালে চাকরি তো যাবেই, আজীবন জেলের ভাত খেতে হবে, তাহলে জড়ানোর আগে একশবার ভাবতেন। যেহেতু তারা জানেন বড়জোর সাময়িক বরখাস্তের মতো হালকা শাস্তির ব্যবস্থা হতে পারে, অতএব এই জঘন্য অপরাধের সঙ্গে জড়াতে তাদের কোনো ভয় বা আপত্তি নেই। তাদের এই নির্ভয় আর বেপরোয়া ভাব দেখে আরও অনেকেই সাহস পাচ্ছে এই অপরাধের সঙ্গে জড়াতে। এতে ভারী হচ্ছে অপরাধীদের দল। শুধু ভর্তি পরীক্ষা নয়, চাকরিতে নিয়োগের পরীক্ষায়ও তারা করে চলেছে একই অপকর্ম। যে কারণে সবচেয়ে সৎ মানুষটিও এখন ভাবে– কষ্ট করে পড়াশোনা করার কী দরকার! যদি কোনোভাবে প্রশ্নপত্র ম্যানেজ করা যায়, মন্দ তো হয় না। আর ভাববেই বা না কেন! সারা রাত পড়েও পরীক্ষায় কমন পড়ার নিশ্চয়তা পাওয়া যায় না। অথচ যে সারা বছর বইয়ের ধারেকাছেও যায়নি, কিছু টাকা খরচ করেই সে পেয়ে যাচ্ছে সবকিছু। তাহলে শারীরিক পরিশ্রমের চেয়ে কিছু টাকা খরচ করে ফেলাই বুদ্ধিমানের কাজ নয় কি? এভাবেই একটা প্রজন্ম, একটা দেশ এগিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের দিকে। একসময় আমরা ভাবতাম, আর যাই হোক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চাইলে মেধার জোরেই ভর্তি হতে হবে। এখানে কোনো 'দুই নম্বরি' চলবে না। আমাদের সেই ভাবনা, সেই বিশ্বাস এখন হতাশার ঘোলা পানির নিচে ডুবে গেছে। কারণ আকাশে-বাতাসে এখন ভেসে বেড়াচ্ছে এই হৃদয়বিদারক কথাটি– টাকা হলেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া যায়। তাহলে আর বাকি থাকল কী? আসলে কোনোকিছুই বাকি নেই। ইতোমধ্যেই সবকিছু চলে গেছে নষ্টদের দখলে। তবে সরকার চাইলে দখলমুক্ত করা সময়ের ব্যাপারমাত্র। আমাদের জোর দাবি থাকবে– অন্ধকারের দিকে ধাবিত এই প্রজন্মকে দয়া করে বাঁচান। তাদের মেরুদণ্ড শক্ত হতে দিন সত্যিকারের শিক্ষার শক্তিতে।

❑ **ইকবাল খন্দকার** : কথাসাহিত্যিক ও টিভি উপস্থাপক
মেইল : iqbalkhondokar@yahoo.com